

and one particular, being careful in diagramming a particular proposition to put an x on a line if the premisses do not determine on which side of the line it should go. Finally, inspect the diagram to see whether or not the diagram of the premisses contains a diagram of the conclusion : if it does, the syllogism is valid, if it does not, the syllogism is invalid. — I.M. Copi; Introduction to logic, Eighth Edition, P-203]

নিরপেক্ষ ন্যায়মাত্রই আদর্শ আকারে সজ্জিত থাকে না। যে কোন নিরপেক্ষ ন্যায়ের বৈধতা বিচারের সময় যুক্তিটিকে প্রথমে আদর্শ আকারে সাজিয়ে নিতে হয়। যে বচনগুলির দ্বারা নিরপেক্ষ ন্যায় গঠিত হয় তাদেরকে আদর্শ আকারে সাজাবার সময় লক্ষ্য রাখা উচিত যেন তাদের অর্থের কোন পরিবর্তন না ঘটে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট বচনকে (Singular proposition) কিভাবে আদর্শ আকারে সাজানো উচিত তা আলোচনা যাক :

বিশিষ্ট বচনের উদাহরণ হ'ল :

সফ্রেটিস হন দার্শনিক।

এই টেবিলটি নয় বাদামী রং-এর।

বচন দুটির কোনটিতেই বলা হয় না যে, একটি শ্রেণী অপর একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বা একটি শ্রেণী অপর একটি শ্রেণীর বহির্ভূত। বরং, বিবেচনাধীন বচন দুটির প্রথমটিতে স্বীকার করা হয় যে, সফ্রেটিস দার্শনিক শ্রেণীর সভ্য এবং দ্বিতীয়টিতে অস্বীকার করা হয় যে, টেবিলটি বাদামী রং-এর বস্তু শ্রেণীর সভ্য। অবশ্য, আমরা নিম্নোক্তভাবে যে কোন বিশিষ্ট বচনকে রূপান্তরিত করে দেখাতে পারি যে, এক্ষেত্রেও বচনটি শ্রেণী সম্বন্ধীয়।

বিশিষ্ট বচনের উদ্দেশ্য পদ এমন একটি শ্রেণীকে নির্দেশ করে যার সদস্য মাত্র একটি (one-membered class)। সুতরাং, কোন ব্যক্তি s কোন শ্রেণী P -এর সদস্য একথা বলার অর্থ সেই এক ব্যক্তি (s) নির্দেশক শ্রেণী (S) সমগ্রভাবে অপর একটি শ্রেণী (P)-এর অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে, s P শ্রেণীর সদস্য নয়-একথা বলার অর্থ S শ্রেণী সমগ্রভাবে P শ্রেণীর বহির্ভূত। সেকারণেই প্রচলিত রীতি হ'ল : “ s হয় P ” এই সদর্থক বিশিষ্ট বচনকে “সকল S হয় P ” এই সামান্য সদর্থক (A) বচনে রূপান্তরিত করা; এবং “ s নয় P ” এই নঞর্থক বিশিষ্ট বচনকে “কোন S নয় P ” এই সামান্য নঞর্থক (E) বচনে রূপান্তরিত করা।

কিন্তু, এইভাবে আমরা যদি কোন সদর্থক বিশিষ্ট বচনকে A বচনে এবং নঞর্থক বিশিষ্ট বচনকে E বচনে রূপান্তরিত করে তাদের দ্বারা গঠিত কোন নিরপেক্ষ ন্যায়ের বৈধতা বিচারের জন্য সচেতন হই, তাহলে কতকগুলি জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়।

প্রচলিত রীতি অনুসরণ করলে কিছু ক্ষেত্রে বৈধ যুক্তি বৈধই থাকে। যেমন :

সকল H হয় M

s হয় H

∴ s হয় M